রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

২০২১ সনের ১২ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ২৫, ২০২১

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৮৯—২০৩
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৪৯—২৬৪
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৮৫—১০৮
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩০৫—৩৪৪
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

শৃঙ্খলা-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২২ পৌষ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/০৬ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৫.০০.০০০০.১৮৩.২৭.০০১-২০(বিমা)-১০—যেহেতু, বেগম ঝুমুর বালা (পরিচিতি নম্বর: ১৬২৩৯), সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব), জেলা পরিষদ, বাগের হাট, প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), পিরোজপুর সরকারের অনুমতি ছাড়া পিরোজপুর সদর উপজেলার মাছিমপুর মৌজায় ৩১,৫০,০০০ (একত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মূল্যের (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার উর্ধ্বে) ০.১৯ একর জমি পিরোজপুর সদর সাবরেজিস্ট্রি অফিসের বিগত ২৯-০৫-২০১৯ তারিখের ১২৬৪ নং কবলা দলিল মূলে জনৈক লাইলি বেগম এবং জুলিয়া মাহবুব এর নিকট থেকে ক্রয় করেন এবং উক্ত ০.১৯ একর জমির মধ্যে ০.০৭ একর জমির শ্রেণি এস, এ রেকর্ড মোতাবেক বাড়ি শ্রেণি উল্লেখ থাকায় উক্ত জমির বিক্রেতাগণকে দিয়ে শ্রেণি পরিবর্তনের আবেদন করিয়ে এসিল্যান্ড, পিরোজপুর সদর অফিসের ১০৯পি:/২০১৮-১৯ বিবিধ কেসের ২১-০৩-২০১৯ তারিখের আদেশ ও জেলা প্রশাসক, পিরোজপুর এর ২৫-০৩-২০১৯ তারিখের ০৫.১০.৭৯০০.০১৩.১৪.০৬৮.১৯-২৮৪ নং স্মারকের পত্রানুসারে উক্ত ০.০৭ একর জমির শ্রেণি বাড়ি থেকে বাগান শ্রেণিতে পরিবর্তন করলে, উক্ত শ্রেণি পরিবর্তনের কারণে জমির রেজিস্ট্রেশন ফি কমে যায় এবং উক্ত শ্রেণি পরিবর্তন সংক্রান্ত বিবিধ কেসের সরেজমিন তদন্ত তিনি নিজে করেন এবং উক্ত জমি নিজের নামে সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ৩১,৫০,০০০ (একত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকায় ক্রয় করার কারণে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও (ঘ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ', ও 'দুর্নীতিপরায়ণ' এর অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১০-০৩-২০২০ তারিখে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে কৈফিয়ত তলব করা হয়; এবং

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

যেহেতু, তিনি ২৪-০৩-২০২০ তারিখে কৈফিয়তের জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানির অনুরোধ করেন এবং সে মোতাবেক ২৬-০৮-২০২০ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযোগের বিষয়ে তদন্তের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা গত ২৮-১০-২০২০ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং তদন্ত প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামতে উল্লেখ করেন যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বেগম ঝুমুর বালা (পরিচিতি নম্বর: ১৬২৩৯), এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ', এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং একই বিধিমালার (ঘ) বিধি মোতাবেক 'দুর্নীতিপরায়ণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি; এবং

যেহেতু, উক্ত প্রতিবেদনের আলোকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) মোতাবেক কেন তাঁকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' শীর্ষক গুরুদণ্ড বা বিধিমালায় বর্ণিত যথোপযুক্ত গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না মর্মে একই বিধিমালার ৭(৯) বিধি মোতাবেক ০১-১২-২০২০ তারিখে ৪৭১ নম্বর স্মারকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ০৮-১২-২০২০ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শনোর জবাব প্রদান করেন এবং ২য় কারণ দর্শানোর জবাব পর্যালোচনায় সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর ১১ বিধির বিধান লঙ্ঘন করে নিজ কর্মস্থলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে ভূমি ক্রয় করেছেন যা উক্ত বিধিমালার ৩২ বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর সামিল এবং ভূমি ক্রয়ের বিষয়টি তিনি নিজে স্বীকার করেছেন এবং সৃষ্ট দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত একজন নবীন কর্মকর্তা ছিলেন এবং প্রাসঙ্গিক আইন কানুন ও বিধিবিধান সম্পর্কে তার স্পষ্ট ধারণা না থাকায় তিনি তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতিপরায়ণ' হওয়ার আনীত অভিযোগদ্বয়ের মধ্যে 'দুর্নীতিপরায়ণ' হওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি কিন্তু উক্ত বিধিমালার ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে;

সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২)(ক) বিধি অনুযায়ী বেগম ঝুমুর বালা (পরিচিতি নম্বর : ১৬২৩৯), সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব), জেলা পরিষদ, বাগেরহাট, প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), পিরোজপুর-কে 'তিরস্কার' আরোপের শাস্তি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলি

তারিখ : ২৮ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রি:

নং **বিচার-৭/২-এন-২৫/৯৩-২৬৯**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (তরিকুল ইসলাম, পিতা-মোজাফ্ফর আলী, মাতা-আয়েশা খাতুন, গ্রাম-পোড়াদিয়া, ডাকঘর-পোড়াদিয়া, উপজেলা-বেলাব, জেলা-নরসিংদী।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলার ০২ নং পাটুলী ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ : ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রি:

নং **বিচার-৭/২-এন-০৩/৯৩(অংশ)-২৭১**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (মোঃ জামিনুল ইসলাম, পিতা-মোঃ আব্দুল গফুর শাহ, মাতা-মোছাঃ জমিলা খাতুন, গ্রাম-মরিচা, ডাকঘর-সাতখামার, উপজেলা-বীরগঞ্জ, জেলা-দিনাজপুর।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলার ১১নং মরিচা ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শফিকুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
জামস শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ৩০ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিঃ

নং **৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০৯৪.১৮-২৬০**—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১০ ধারার (৩) উপধারা মোতাবেক নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে নির্দেশক্রমে মনোনীত করা হলো :

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট ধারা	সদস্য শ্রেণি	নাম ও ঠিকানা	পদবি
০১	১০(১) (ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	মিনারা আলম, স্বামী-মৃত খোরশেদ আলম, সাং-কান্দিপাড়া, থানা ও জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	চেয়ারম্যান
০২	১০(১) (ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	এডভোকেট আলেয়া চৌধুরী, পিতা-মৃত হাজী ফজলুল হক চৌধুরী (বীর মুক্তিযোদ্ধা), সাং-গোপীনাথপুর, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	সদস্য
০৩	১০(১) (ঘ)	শিক্ষিকা	সাদেকা বেগম, স্বামী-মোখলেছ মিয়া, সাং-শিমরাইলকান্দি, থানা ও জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	সদস্য
০৪	১০(১) (ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	আকলিমা রহমান ঝুমা, স্বামী-মিজানুর রহমান, সাং-খৈয়াসার, থানা ও জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	সদস্য
০৫	১০(১) (ঙ)	সমাজসেবী	মফিজা বেগম, স্বামী-কাহার চৌধুরী, সাং-বায়েক, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	সদস্য

২। উপরোল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ১নং ক্রমিকের মিনারা আলম উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ ৩১-১২-২০২০ তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তাঁরাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিঃ

নং **৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০৬৭.১৮-২৬১**—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১০ ধারার (৩) উপধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থা, সুনামগঞ্জ জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে নির্দেশক্রমে মনোনীত করা হলো :

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট ধারা	সদস্য শ্রেণি	নাম ও স্বামী	পদবি
০১	১০(১) (ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	জনাব হোসনা হুদা, স্বামী-নুরুল হুদা মুকুট	চেয়ারম্যান
০২	১০(১) (ঘ)	শিক্ষিকা	জনাব সালমা আক্তার, স্বামী-সেলিম হায়দার	সদস্য
০৩	১০(১) (ঙ)	সমাজসেবী	জনাব সৈয়দা ফারহানা ইমা, স্বামী-লুৎফুর রহমান	সদস্য
০৪	১০(১) (ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	জনাব রওশন সিদ্দিকা আক্তার, স্বামী-রাখাব উদ্দিন	সদস্য
০৫	১০(১) (ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	রিমিনা আক্তার, স্বামী-সৈয়দ এনামুল হক	সদস্য

২। উপরোল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ১নং ক্রমিকের জনাব হোসনা হুদা উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ ৩১-১২-২০২০ তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তাঁরাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

দিলীপ কুমার দেবনাথ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় (শাখা-১)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৬ পৌষ ১৪২৭/২১ ডিসেম্বর ২০২০

নং **৩৭.০০.০০০০.০৭৮.০৪.০০৩.২০০২ (অংশ-১).১৭০**—বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন আইন, ২০১৭-এর ধারা ৬ (৩)(খ) অনুযায়ী ইতোপূর্বে মনোনীত সদস্য জনাব মোঃ আবদুল্লাহ আল হাসান চৌধুরী এর পরিবর্তে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) জনাব একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক-কে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের খন্ডকালীন সদস্য হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসরীন মুক্তি
উপসচিব।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
সিএ-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২০ পৌষ ১৪২৭ ব:/০৪ জানুয়ারি ২০২১ খ্রি:

নং **৩০.০০.০০০০.০১৪.২৪.০০১.২০২০-৬**—কোভিড-১৯ মহামারি সংক্রমণ বিবেচনায় বিমান ও হেলিকপ্টার এর অনুকূলে ইস্যুকৃত সার্টিফিকেট অব এয়ারওয়ার্দিনেস ও দেশি-বিদেশী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সার্টিফিকেটসমূহ নবায়নের নিমিত্ত বিগত ২৫ মার্চ, ২০২০ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত বেসামরিক বিমান চলাচল আইন, ২০১৭ এর ৪৪(১) ধারা মোতাবেক CAR-1984, Rule 187(1) and Rule-190(5) এর অব্যাহতির (Exemption) ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রোকসিন্দা ফারহানা
উপসচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
বিআরটিসি শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৫ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রি:

নং **৩৫.০০.০০০০.০১৩.০৬.০৩৭.২০-১১৫**—বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন ২০২০ এর ধারা ৭(২) এর আলোকে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন-এর পরিচালনা পর্ষদ নিম্নরূপভাবে গঠন করা হলো :

সভাপতি

০১. মোঃ এহছানে এলাহী, চেয়ারম্যান, বিআরটিসি

সদস্যবৃন্দ

০২. জনাব মোঃ শাফায়াত মাহবুব চৌধুরী, উপসচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

০৩. জনাব হোমায়রা বেগম, যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

০৪. জনাব এ কে এম মিজানুর রহমান, উপসচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ

০৫. যুগ্মসচিব/উপসচিব, বিআরটিসি অধিশাখা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

০৬. জনাব মোহাম্মদ জাহেদুর রহমান, উপসচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ

০৭. জনাব সালাহউদ্দিন আহম্মদ, উপসচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

০৮. জনাব মোঃ হেমায়েত হোসেন, পরিচালক (প্রশাসন), ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ

০৯. জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

১০. জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ

১১. পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

১২. পরিচালক (কারিগরি), বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

১৩. জনাব সাইফুল আলম, সভাপতি, জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা।

১৪. জনাব জেসমিন সুলতানা পারু, প্রধান নির্বাহী, ইলমা, চট্টগ্রাম

১৫. জনাব মোঃ সাফকাত মঞ্জুর (বিপ্লব), যুগ্ম সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি, রাজশাহী

১৬. জনাব এস, এম রেজাউল ইসলাম বাবলু, সাধারণ সম্পাদক, জেলা বাস-মিনিবাস মালিক গ্রুপ, কুষ্টিয়া

১৭. জনাব আবুল কালাম আজাদ, সভাপতি, মেট্রোপলিটন প্রেস ক্লাব, বরিশাল

১৮. বীর মুক্তিযোদ্ধা মাসুক উদ্দিন আহমদ, মিরবক্সাটুলা, আজাদী-১০০, সিলেট

১৯. জনাব লতিফা শওকত, প্রচার সম্পাদক, জেলা আওয়ামী লীগ, রংপুর

২০. ডা. মাহজাবিন হক মাসা, কর্পোরেট পরিচালক, শামীম এন্টারপ্রাইজ প্রা: লি: ময়মনসিংহ

সদস্য-সচিব

২১. পরিচালক (প্রশাসন ও অপারেশন), বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন, কর্পোরেশন

০২। পরিচালনা পর্ষদ, জনস্বার্থে, বাণিজ্যিক বিবেচনায় এর দায়িত্ব পালন করবে এবং সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুনরণ করবে।

০৩। ক্রমিক নং ১৩ হতে ২০-এ বর্ণিত উল্লেখিত সদস্যগণ মনোনীত বা নির্বাচিত হওয়ার তারিখ হতে ০৩(তিন) বছরের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ লিয়াকত আলী
সহকারী সচিব।

রেলপথ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন শাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৬ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/৩১ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৪.০০.০০০০.০১৩.০১৪.০৩০.২০২০-৩৬৫**—'পদ্মা সেতু রেল সংযোগ' শীর্ষক প্রকল্পের Resettlement Plan অনুযায়ী ১ম পর্যায়ের জমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন সুবিধা প্রদান করার লক্ষ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ১৩-০৪-২০২০ তারিখের ৫৪.০০. ০০০০.০০৬.০১৪.০৫.২০১৭-৫১ নং প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত কমিটি আংশিক সংশোধন করে নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হলো :

(ক) **যৌথ তদন্ত কমিটি (Joint Verification Committee-JVC) :**

১।	উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক/সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), বাংলাদেশ রেলওয়ে	:	আহ্বায়ক
২।	কন্সট্রাকশন সুপারভিশন কনসালটেন্ট (সিএসসি) এর মনোনীত প্রতিনিধি	:	সদস্য
৩।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মনোনীত প্রতিনিধি	:	সদস্য
৪।	এলাকা ব্যবস্থাপক-বাস্তবায়নকারী NGO এর মনোনীত প্রতিনিধি	:	সদস্য-সচিব

কর্মপরিধি :

১। পুনর্বাসন কর্মসূচি প্রণয়নকালে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক নিয়োজিত প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার সহায়তায় আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের তালিকা ও ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের পরিমাণ এবং অধিগ্রহণ আইনের আওতায় যৌথ জরিপের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা ও ক্ষতির পরিমাণ যাচাইপূর্বক হালনাগাদ বাজেট প্রণয়ন সহকারে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রে স্বাক্ষরকরণ এবং প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের নিকট পেশকরণ;

২। বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্প সীমানায় অবস্থিত রেলওয়ের নিজস্ব বা সরকারি (খাস) জমিতে বসবাসকারী উত্থলীদের (squatters) শনাক্তকরণ, তাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ, যৌথ জরিপ ফরমে স্বাক্ষরকরণ, বাজেট প্রণয়নসহ সকল কাগজপত্র প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের নিকট পেশকরণ;

৩। বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্প সীমানায় অবস্থিত রেলওয়ের জমি ইজারা গ্রহণকারীদের শনাক্তকরণ, তাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ, যৌথ জরিপ ফরমে স্বাক্ষরকরণ, ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ এবং বাজেট প্রণয়নসহ কাগজপত্র প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের নিকট পেশকরণ;

৪। পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের উপরোক্ত কার্যাবলীর সাথে সম্পর্কিত সকল কাজ সম্পাদন করা এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস ও প্রতিবেদন যথা নিয়মে প্রকল্প পরিচালক এর নিকট দাখিলকরণ।

(খ) **সম্পদ মূল্য সুপারিশ কমিটি (Property Valuation Advisory Committee-PVAC) :**

১।	প্রধান পুনর্বাসন কর্মকর্তা	: আহবায়ক
২।	সিটি কর্পোরেশন মেয়র/উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এর প্রতিনিধি	: সদস্য
৩।	ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট জেলা	: সদস্য
৪।	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী/পিডব্লিউডি (সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, পিডব্লিউডি কর্তৃক মনোনীত)	: সদস্য
৫।	কন্সট্রাকশন সুপারভিশন কনসালটেন্ট (সিএসসি) এর মনোনীত প্রতিনিধি	: সদস্য
৬।	উপ-পরিচালক (রিসেটেলমেন্ট)	: সদস্য-সচিব

কর্মপরিধি :

১। সম্পদের মূল্য বর্তমান বাজার দরে (Replacement Cost) নির্ধারণ;

২। সম্পদের বাজার মূল্য (Replacement Cost) অনুমোদনের জন্য প্রকল্প পরিচালকের নিকট উপস্থাপন; এবং

৩। পিভিএসি মাঠ পর্যায়ে অনুসন্ধান করে সম্পদের বাজার মূল্য (Replacement Cost) নির্ধারণ করে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন।

(গ) **অভিযোগ নিরসন কমিটি (Grievances Redress Committee-GRC) :**

ইউনিয়ন পরিষদ/মিউনিসিপ্যাল/সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে জিআরসি সদস্য :

১।	উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক/সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), বাংলাদেশ রেলওয়ে	: আহবায়ক
২।	কন্সট্রাকশন সুপারভিশন কনসালটেন্ট (সিএসসি) এর মনোনীত প্রতিনিধি	: সদস্য
৩।	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এর মনোনীত প্রতিনিধি	: সদস্য
৪।	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এর মনোনীত মহিলা প্রতিনিধি	: সদস্য
৫।	ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের প্রতিনিধি	: সদস্য
৬।	পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী NGO এর মনোনীত প্রতিনিধি	: সদস্য-সচিব

কর্মপরিধি :

১। পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময়ে স্থানীয় পর্যায়ে অভিযোগ নিরসন কমিটি (GRC) প্রাপ্ত সামাজিক ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত অভিযোগসমূহ পুনর্মূল্যায়ন ও বিবেচনা করে সমাধান করবে;

২। অভিযোগ নিরসন কমিটিতে উপস্থাপিত যে কোন অভিযোগ সাধারণভাবে প্রথম শুনানীর দিনে নিরসন করতে হবে। জটিল প্রকৃতির অভিযোগসমূহ যেখানে অতিরিক্ত অনুসন্ধান প্রয়োজন তা ৩(তিন) সপ্তাহের মধ্যে সমাধান করতে হবে;

৩। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত নন এমন ব্যক্তি এবং প্রকল্প কাজের সময় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অভিযোগও GRC নিরসন করবে;

৪। GRC ভূমির এওয়ার্ডিদের ও তাদের শরীকদের অংশীদারিত্বের ক্ষতিপূরণ বা প্রাপ্যতার বিষয় বিবেচনা করবে কিন্তু এয়ার্ডিদের বিধিগত অধিকারের বিষয় পুনর্বিবেচনা করবে না;

৫। সাধারণভাবে জিআরসি এর সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হবে, বিশেষ ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। জিআরসি কর্তৃক যে কোন সিদ্ধান্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনা এবং প্রাপ্যতা (Entitlement) এর আওতায় গ্রহণ করতে হবে;

৬। আদালতের বিবেচনাধীন কোন বিষয়ে GRC কোন কার্যক্রম গ্রহণ করবে না; এবং

৭। ন্যূনতম ৩(তিন) জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম (Quorum) সম্পন্ন হবে।

(ঘ) প্রজেক্ট পর্যায়ে জিআরসি সদস্য :

১।	প্রকল্প পরিচালকের মনোনীত প্রতিনিধি, পুনর্বাসন ইউনিট	: আহ্বায়ক
২।	কন্সট্রাকশন সুপারভিশন কনসালটেন্ট (সিএসসি) এর মনোনীত প্রতিনিধি	: সদস্য
৩।	সিটি কর্পোরেশন মেয়র/উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এর মনোনীত প্রতিনিধি	: সদস্য
৪।	সিভিল সোসাইটির মনোনীত প্রতিনিধি	: সদস্য
৫।	ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের প্রতিনিধি	: সদস্য
৬।	টিম লিডার, বাস্তবায়নকারী NGO	: সদস্য-সচিব

কর্মপরিধি :

১। স্থানীয় পর্যায়ের অভিযোগ নিরসন কমিটি হতে প্রাপ্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত অমিমাংসীত অভিযোগসমূহ রিভিউ, বিবেচনা এবং মীমাংসা করবে;

২। প্রকল্প পর্যায়ের GRC এর নিকট উপস্থাপিত যে কোন অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ হতে সাধারণভাবে ২(দুই) মাসের মধ্যে সমাধান করতে হবে;

৩। জটিল কেসের ক্ষেত্রে, GRC এর সদস্যগণ অতিরিক্ত তথ্যের জন্য অনুরোধ করতে পারবেন বা মাঠ পর্যায়ে তদন্ত পরিচালনা করবেন;

৪। সাধারণভাবে GRC এর সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হবে। অন্যথায় সংখ্যাগরিষ্ট মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে;

৫। GRC কর্তৃক যে কোন সিদ্ধান্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনা এবং প্রাপ্যতা (Entitlement) এর আওতায় গ্রহণ করতে হবে;

৬। আদালতের বিবেচনাধীন কোন বিষয়ে GRC কোন কার্যক্রম গ্রহণ করবে না; এবং

৭। ন্যূনতম পাঁচজন (৫) সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম (Quorum) সম্পন্ন হবে।

(ঙ) **পুনর্বাসন উপদেষ্টা কমিটি (Resettlement Advisory Committee-RAC)** :

১।	বাংলাদেশ রেলওয়ের পুনর্বাসন ইউনিটের প্রতিনিধি (পুনর্বাসন কর্মকর্তা/সহকারী পরিচালক-ফিল্ড)	: আহ্বায়ক
২।	ইউনিয়ন পরিষদ/মিউনিসিপ্যাল এর পদায়িত মনোনীত প্রতিনিধি	: সদস্য
৩।	স্থানীয় মসজিদ ইমাম পদায়িত মনোনীত প্রতিনিধি	: সদস্য
৪।	স্থানীয় কমিউনিটির পদায়িত স্কুল/কলেজ এর শিক্ষক	: সদস
৫।	স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের মনোনীত মহিলা প্রতিনিধি	: সদস্য
৬।	কন্সট্রাকশন সুপারভিশন কনসালটেন্ট (সিএসসি) এর মনোনীত প্রতিনিধি	: সদস্য
৭।	এলাকা ব্যবস্থাপক-পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী NGO এর মনোনীত প্রতিনিধি	: সদস্য-সচিব

কর্মপরিধি :

১। ভূমি অধিগ্রহণ, রি-লোকেশন ও পুনর্বাসন বাস্তবায়নের জন্য জটিল সমস্যাদি নির্ণয়;

২। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ গ্রুপ চিহ্নিত করে তাদের স্বার্থ ও দ্বন্দ্ব নিরসন;

৩। সমস্যা সৃষ্টিকারী দলের সাথে আলোচনা ও তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য পুনর্বাসন ইউনিটকে উপদেশ প্রদান;

৪। আরএসি'র কার্যাবলীর ডকুমেন্ট সম্পাদন এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস চেয়ারম্যান অফিস ও বাস্তবায়নকারী NGO দপ্তরে সংরক্ষণ; এবং

৫। প্রকল্প পরিচালক এর অবগতির জন্য আরএএসি এর কার্যাবলীর রিপোর্ট প্রস্তুত করা।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আলী কবীর
উপসচিব।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
পাট-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৯ পৌষ ১৪২৭/০৩ জানুয়ারি ২০২১

নং **২৪.০০.০০০০.১১৮.০৬.১৮.১৭.২৫১**—বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইজেন্স (ন্যাশনালাইজেশন) অর্ডার (পি.ও-২৭)-১৯৭২ এর ৫ (বি) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সরকার রাষ্টায়ত্ত নিম্নবর্ণিত পাটকলের এন্টারপ্রাইজ বোর্ড নিম্নরূপভাবে গঠন করলো :

নং	মিলের নাম	প্রতিনিধির নাম/পদবি	মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম	পর্ষদ সভার পদবি
১	কো-অপারেটিভ জুট মিলস্ লি: ঘোড়াশাল, পলাশ, নরসিংদী	চেয়ারম্যান	বিজেএমসি	চেয়ারম্যান
		(১) উপসচিব (পাট-৩)	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	পরিচালক
		(২) জনাব সফিকুল ইসলাম, উপসচিব	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	পরিচালক
		(৩) ব্যবস্থাপক (বোর্ড এন্ড কোং)	বিজেএমসি	পরিচালক
		(৪) মহাব্যবস্থাপক/উপ- মহাব্যবস্থাপক	স্থানীয় সোনালী ব্যাংক লিঃ	পরিচালক
		(৫) প্রকল্প প্রধান	কো-অপারেটিভ জুট মিলস্ লিঃ	পরিচালক

০২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ইমরান আহমেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
পর্যটন-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২১ পৌষ ১৪২৭/০৫ জানুয়ারি ২০২১

নং **৩০.০০.০০০০.০১৫.১১.০০১.২০.১১/১২**—পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদের বর্তমান পরিচালক, এয়ার ভাইস মার্শাল মোহাম্মদ মফিদুর রহমান-কে ০৩-০১-২০২১ তারিখ হতে বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক হিসেবে পুনঃনিয়োগ প্রদান করা হইল।

০২। এই আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হইল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শামীমা নাসরীন
উপসচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৬ পৌষ ১৪২৭/৩১ ডিসেম্বর ২০২০

নং **৩৩.০০.০০০০.১২৬.৩১.০০৪.১৯-৫৯৫**—যেহেতু, বেগম রওশন আরা বেগম, সিনিয়র সহকারী পরিচালক, উপপরিচালকের দপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, রংপুর বিভাগ, রংপুর প্রাক্তন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বগুড়া থাকাকালীন তাঁর বিরুদ্ধে "জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প" এবং "বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প এলাকায় সমন্বিত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের (৪র্থ পর্যায়)" সমাপ্তকৃত

কাজের বিল প্রদানে অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপিত হয়। "জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প" এবং "বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প এলাকায় সমন্বিত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের" এর আওতায় চিতলা পুকুর পুনঃখনন ও দোগাড়ী পুকুর পুনঃখনন কাজের ক্ষেত্রেও ৪র্থ কিস্তির টাকা এসসিএস দলনেতার ব্যাংক হিসাবে পরিশোধ করেননি মর্মে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা নং-০৩/২০১৯ রুজু করতঃ অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী তাঁর বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয় এবং ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিত জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়; এবং

যেহেতু, বেগম রওশন আরা বেগম তাঁর লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর আবেদন করেন। তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানীকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য শ্রবণ ও উপস্থাপিত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনায় বেগম রওশন আরা বেগম এর জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (সাবেক উপসচিব) জনাব মোঃ হামিদুর রহমান-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা বেগম রওশন আরা বেগম এর বিরুদ্ধে আনীত প্রাক্তন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বগুড়া থাকাকালীন তাঁর বিরুদ্ধে প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ, পুকুর পুনঃখনন কাজের শেষ কিস্তির টাকা এসসিএস দলনেতার ব্যাংক হিসাবে ৪র্থ কিস্তির টাকা পরিশোধ না করা, মনগড়া বক্তব্য উপস্থাপন করা, অসম্পূর্ণ ব্যাংক হিসাব বিবরণী উপস্থাপন করা, যা সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৩(খ) বিধির অসদাচারণ এবং ৩(ঘ) বিধির দুর্নীতিপরায়নতার অভিযোগ সন্দেহের বহির্ভূতভাবে প্রমাণিত মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদনের চূড়ান্ত মতামত অনুযায়ী বেগম রওশন আরা বেগম, সিনিয়র সহকারী পরিচালক, উপপরিচালকের দপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, রংপুর বিভাগ, রংপুর প্রাক্তন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বগুড়া-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধির অসদাচারণ এবং ৩(ঘ) বিধির দুর্নীতিপরায়নতার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তাই তাঁকে উক্ত অসদাচারণ ও দুর্নীতিপরায়নতার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হলো।

সেহেতু, প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় বেগম রওশন আরা বেগম, সিনিয়র সহকারী পরিচালক, উপপরিচালকের দপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, রংপুর বিভাগ, রংপুর (প্রাক্তন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বগুড়া)–কে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৩২(ক) এর (ই) ধারা অনুযায়ী **"বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির তিনটি ধাপে নামিয়ে দেয়া"** এর লঘুদণ্ড প্রদান করে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রওনক মাহমুদ
সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ অধিশাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ : ১৫ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/৩০ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩১.০০.০০০০.৪৯.৩৩.১৬৩.১০(অংশ-১).৩৩৫**—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর ১৪৪ ধারা (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাসত্ত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules, 1955)-এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলা	জেলা
১	নন্দপাড়া	৭০	১২৬২	নাগরপুর	টাঙ্গাইল
২	দুয়াজানী	৮৪	৮৬৪	নাগরপুর	টাঙ্গাইল
৩	কাশাদহ	১৪৯	৬০৪	নাগরপুর	টাঙ্গাইল
৪	তেলিনা	২০২	১৭৭৮	মির্জাপুর	টাঙ্গাইল
৫	থলপাড়া	২৩	২৩১৯	মির্জাপুর	টাঙ্গাইল
৬	টাকিয়া কদমা	৬২	১৭১৪	মির্জাপুর	টাঙ্গাইল
৭	নরজানা	৩৭	৩৩৭	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল
৮	বীর ঘাটাইল	৬৫	৪১৪	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল

ক্রম	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলা	জেলা
৯	কালিদাস	৪৬	২১১৮	সখিপুর	টাঙ্গাইল
১০	দেওবাড়ী গজারিয়া	৩৬	১০২৯	সখিপুর	টাঙ্গাইল
১১	খুদিরামপুর	২৮৩	২৯৫	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
১২	কাবিলাপাড়া	১৭৫	৩০০	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
১৩	বিরবরুহা	১২৪	৩২৫	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল

নং **৩১.০০.০০০০.৪৯.৩৬.০০৭.১৬.৩৩৬**—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর ১৪৪ ধারা (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাসত্ত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules, 1955)-এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে, এল, নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	বরজাশনী	৩২	৯৭৫	কাহালু	বগুড়া
২	বান্দাইখাড়া	১২১	১৫৩৮	কাহালু	বগুড়া
৩	বৈখান	৭৯	৪৫৫	গাবতলী	বগুড়া
৪	সারাটিয়া	৮৫	৩৫৭	গাবতলী	বগুড়া
৫	ভাট্‌রা	৯৩	৭৯১	শিবগঞ্জ	বগুড়া
৬	অভিরামপুর	২০৬	১১৯২	শিবগঞ্জ	বগুড়া
৭	তেঘরী সুলতানপুর	২২৫	৭৪৫	শিবগঞ্জ	বগুড়া
৮	ডুমুরগাঁও	৬২	৬৪৪	আদমদিঘী	বগুড়া
৯	মুরইল	৮০	১৪০৭	আদমদিঘী	বগুড়া
১০	সিমলা	২২৫	৪৬৫	শেরপুর	বগুড়া

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো. আব্দুর রহমান
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২০ পৌষ ১৪২৭/০৪ জানুয়ারি ২০২১

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৯.১৯-০৯**—খুলনা জেলার সদর থানার মামলা নং-১৪, তারিখ : ১৩-১২-২০০৯ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশি তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(খ)(২)/ ৭(৪)/১৩/১১ ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৯.১৯-১০**—ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর থানার মামলা নং-৩১, তারিখ ২৪-০২-২০১৯ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশি তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯(৩)১২ ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৯.১৯-১১—চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী থানার মামলা নং-০৭, তারিখ : ১০-০১-২০১৯ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশি তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(অ)(ই)(উ) ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ আমিনুল ইসলাম
উপসচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৬ পৌষ ১৪২৭/৩১ ডিসেম্বর ২০২০

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৩০.২০২০-২৭১**—যেহেতু, জনাব মোঃ নাজমুস সাকিব (বিপি-৮৭১৬১৭৮৩৯০), সহকারী পুলিশ সুপার, এপিবিএন ও বিশেয়ায়িত ট্রেনিং সেন্টার, খাগড়াছড়ি (সাবেক সহকারী পুলিশ সুপার, র‍্যাব হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা) এর বিরুদ্ধে তাঁর স্ত্রী ইসরাত জাহান কর্তৃক ডিএমপি, ঢাকার রমনা থানার মামলা নং-০২, তারিখ : ০৪-০৬-২০২০ খ্রিঃ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী-২০০৩) এর ১১(খ)(গ)/৩০ তৎসহ ৩১৩/৩১৫/৫০৬/৩৪ দঃ বিঃ দায়ের করেন। উক্ত মামলায় গত ১৫-০৯-২০২০ তারিখ তিনি বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনাল নং-০৬, ঢাকায় আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করলে বিজ্ঞ আদালত তাঁর জামিন আবেদন না মঞ্জুর করে তাঁকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জে প্রেরণ করেন;

০২। যেহেতু, বিএসআর পার্ট-১ এর বিধি ৭৩ এর নোট-২ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অফিস মেমোরেন্ডাম ED (Reg. VII)/S-123/78-115 (500). Date. Dacca the 21st November, 1978 এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁকে চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা সমীচীন; এবং

০৩। সেহেতু, বিএসআর পার্ট-১ এর বিধি ৭৩ এর নোট-২ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অফিস মেমোরেন্ডাম ED (Reg. VII)/S-123/78-115 (500). Date. Dacca the 21st November, 1978 অনুযায়ী সহকারী পুলিশ সুপার জনাব মোঃ নাজমুস সাকিব (বিপি-৮৭১৬১৭৮৩৯০)-কে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো যা গত ১৫-০৯-২০২০ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

০৪। সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি পুলিশ অধিদপ্তরে সংযুক্ত থাকবেন এবং বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (বি.এস.আর) পার্ট-১, বিধি-৭১ মোতাবেক খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

০৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোস্তফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রশাসন অধিশাখা-০২

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৯ পৌষ ১৪২৭/০৩ জানুয়ারি ২০২১

নং **৪৭.০০.০০০০.০৩২.০২৭.০১৪.১৯-০৪**—যেহেতু জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন, অধ্যক্ষ (অতিরিক্ত নিবন্ধক), বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা যুগ্মনিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, ঢাকা হিসেবে কর্মরত থাকা অবস্থায় অগ্রণী ফাইন্যান্স মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এবং আইডিয়াল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর সমিতি ৩টির আবেদনের যথার্থতা যাচাই না করে সমিতির উপ-আইনগুলো সংশোধনের ধারা কর্ম এলাকা বৃদ্ধি করায় সমিতি কর্তৃপক্ষ জনগণের নিকট হতে অবাধে অর্থ সংগ্রহ ও অর্থ আত্মসাতের সুযোগ পাওয়ায় সমবায় অধিদপ্তরের ০৮-০৭-২০১৯ তারিখের পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃংঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) উপবিধি মোতাবেক বিভাগীয় মামলা রুজু করে গত ০৪-০৯-২০১৯ তারিখে ৩৮৬(২) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। জনাব মোঃ ইকবাল হোসেনের জবাব ও তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়।

০২। যেহেতু, বর্ণিত কর্মকর্তার সাথে সম্পর্কিত অপর একটি অভিযোগে ডেসটিনি মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড এর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংঘঠিত অপরাধে সহযোগিতা করার জন্য "কর্তব্যকর্মে অবহেলা ও নিজে অথবা অন্যকে অনৈতিক সুবিধা প্রাপ্তিতে সহায়তা ও অসদাচারণের দায়ে জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন এর বিরুদ্ধে অপর একটি বিভাগীয় মামলায় তাকে চাকরি হতে চূড়ান্তভাবে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তিনি গত ০৮-০৯-২০২০ তারিখ মৃত্যুবরণ করায় ডেসটিনি সংক্রান্ত চলমান বিভাগীয় মামলার পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মতামত চাওয়া হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত ০৪-১০-২০২০ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৭৩.২৭.০০২.১৮.২৪৫ নং স্মারকে জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন মৃত্যুবরণ করায় তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত

বিভাগীয় মামলা কার্যকর থাকে না এবং মামলার সাথে সরকারের কোনো আর্থিক সংশ্লিষ্টতা থাকলে অভিযুক্তের পেনশন ও আনুতোষিক থেকে সে অর্থ কর্তনপূর্বক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়।

০৩। যেহেতু, জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন মৃত্যুবরণ করায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ডেসটিনি মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড সংক্রান্ত বিভাগীয় মামলা কার্যকর থাকে না মর্মে মতামত প্রদান করা হয়েছে। কাজেই, সেই ধারাবাহিকতায় মরহুম মোঃ ইকবাল হোসেন এর বিরুদ্ধে ০৪-০৯-২০১৯ তারিখের ৪৭.০০.০০০০.০৩২.২৭.০১৪.১৯-৩৮৬(২) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে রুজুকৃত বর্ণিত বিভাগীয় মামলাটি একইভাবে কার্যকর থাকে না মর্মে প্রতীয়মান হয়।

০৪। সেহেতু, জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন, অধ্যক্ষ (অতিরিক্ত নিবন্ধক), বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা ও প্রাক্তন যুগ্মনিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক ০৪-০৯-২০১৯ তারিখের ৪৭.০০.০০০০.০৩২.২৭.০১৪.১৯-৩৮৬(২) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা এতদ্বারা বাতিল করা হ'ল।

০৫। এ বিভাগীয় মামলার সাথে সরকারের কোনো আর্থিক সংশ্লিষ্টতা থাকলে অভিযুক্তের পেনশন ও আনুতোষিক থেকে সে পরিমাণ অর্থ কর্তনপূর্বক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

নং **৪৭.০০.০০০০.০৩২.০২৭.০০১.২০-০৬**—যেহেতু, মোছাঃ রেজিনা সুলতানা, উপ-সহকারী নিবন্ধক, জেলা সমবায় কার্যালয়, কুড়িগ্রাম (প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত জেলা সমবায় কর্মকর্তা, কুড়িগ্রাম) বর্তমানে সংযুক্তিতে বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, রাজশাহীতে কর্মরত এর বিরুদ্ধে অসদাচরণ ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং সমবায় অধিদপ্তরের স্মারক নং ৪৭.৬১.০০০০.০০৪.০৪.০৩৩.১৯জি ১৪৫৮(৬)-এ/ও, তারিখ ২৭-১০-২০১৯ মূলে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সমবায় অধিদপ্তরের ১৫-০১-২০২০ তারিখের ৪৭.৬১.০০০০.০০৪.০৪.০৩৩.১৯.জি-(বিমা-০৭/১৯)-৯০-এ/ও নং আদেশমূলে আপনাকে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক আপনার বর্তমান বেতন গ্রেড ৯ম (২২,০০০–৫৩,০৬০) টাকা এর মূল বেতন ৩০,৯৯০/- হতে ২২,০০০ টাকায় অবনমিতকরণের দণ্ড আরোপ করা হয়;

যেহেতু, মোছাঃ রেজিনা সুলতানা, উপ-সহকারী নিবন্ধক, জেলা সমবায় কার্যালয়, কুড়িগ্রাম (প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত জেলা সমবায় কর্মকর্তা, কুড়িগ্রাম) বর্তমানে সংযুক্তিতে বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, রাজশাহী-কে নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ডাদেশ হতে অব্যাহতি চেয়ে সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বরাবরে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আপীল আবেদন করেন;

যেহেতু, আপনার আপীল আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিগত ০২-১২-২০২০ তারিখে শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। শুনানি গ্রহণকালে সমবায় অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান, যুগ্মনিবন্ধক (প্রশাসন, মাসউ, ফাইন্যান্স) এবং আপনার বক্তব্য শ্রবণ করা হয়। শুনানিকালে আপনি ব্যক্তিগত অর্থ না হওয়া সত্ত্বেও সরকারী তহবিলে অনলাইনের মাধ্যমে ভুলক্রমে জমা হওয়া অর্থ চেকের মাধ্যমে উত্তোলন করে ব্যক্তিগত একাউন্টে জমা করা এবং পরবর্তীতে সমুদয় অর্থ ঐ ব্যাংকে জমা প্রদান করেন মর্মে স্বীকার করেন এবং এ ধরনের অনৈতিক কাজ করা উচিত হয়নি ও ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ করবেন না মর্মে অঙ্গীকার করেন। উভয় পক্ষের বক্তব্য ও উপস্থাপিত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ডাদেশ রদ/রহিত করার মত যথেষ্ট যৌক্তিকতা/তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায়নি বিধায় আপনার আপীল আবেদন খারিজ করা অধিক যুক্তিযুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়;

যেহেতু, আপনি জনাব মোছাঃ রেজিনা সুলতানা, উপ-সহকারী নিবন্ধক, জেলা সমবায় কার্যালয়, কুড়িগ্রাম (প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত জেলা সমবায় কর্মকর্তা, কুড়িগ্রাম) বর্তমানে সংযুক্তিতে বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, রাজশাহীতে কর্মরত এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলায় নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বিগত ১৫-০১-২০২০ তারিখে ৪৭.৬১.০০০০.০০৪.০৪.০৩৩.১৯.জি-(বিমা-০৭/১৯)-৯০-এ/ও নং স্মারকে প্রদত্ত দণ্ড বহাল রাখা হলো। সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ২১(ক) বিধি মোতাবেক আপীল আবেদনটি নিস্পত্তি করা হলো।

তারিখ : ১৬ পৌষ ১৪২৭/৩১ ডিসেম্বর ২০২০

নং ৪৭.০০.০০০০.০৩২.০২৭.০০৩.২০-৪৮৬—যেহেতু, আপনি জনাব তসলিমা পারভীন, প্রাক্তন উপজেলা সমবায় অফিসার, তালা, সাতক্ষীরা, বর্তমানে উপ-সহকারী নিবন্ধক, জেলা সমবায় কার্যালয়, রাজশাহী এর বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগে সমবায় অধিদপ্তরের স্মারক নং ৪৭.৬১.০০০০.০০৪.১৮.০১১/১৫পি-১৩০৬(৫)-এ/ও, তারিখ : ০২-১০-২০১৯ মূলে সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করে ১০(দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে জবাব দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে আপনি ১৪-১০-২০১৯ তারিখে জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রদানের আগ্রহ প্রকাশ করেন। তৎপ্রেক্ষিতে ১৩-১১-২০১৯ তারিখে নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক তার শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিকালে উপস্থাপিত মৌখিক বক্তব্য, রেকর্ডপত্র এবং দাখিলকৃত জবাব পর্যালোচনায় আপনার বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় সমবায় অধিদপ্তরের স্মারক নং ৪৭.৬১.০০০০. ০০৪.০৪.০৩৪.১৯জি-১৫৭৮(৭)-এ/ও, তারিখ : ১৪-১১-২০১৯ মূলে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সমবায় অধিদপ্তরের ১৬-০১-২০২০ তারিখের আদেশ নং ৪৭.৬১.০০০০. ০০৪.০৪.০৩৪.১৯-জি-৯৪/১(৭)-এ/ও মূলে আপনাকে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২)(খ) বিধি মোতাবেক আপনার বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ০২(দুই) বছরের জন্য স্থগিত রাখার দণ্ড আরোপ করা হয়;

যেহেতু, জনাব তসলিমা পারভীন, প্রাক্তন উপজেলা সমবায় অফিসার, তালা, সাতক্ষীরা বর্তমানে উপ-সহকারী নিবন্ধক, জেলা সমবায় কার্যালয়, রাজশাহী-কে নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ডাদেশ হতে অব্যাহতি চেয়ে সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বরাবরে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আপীল আবেদন করেন;

যেহেতু, আপনার আপীল আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিগত ০২-১২-২০২০ তারিখে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানি গ্রহণকালে সমবায় অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান, যুগ্মনিবন্ধক (প্রশাসন, মাসউ ও ফাইন্যান্স) এবং আপনার বক্তব্য শ্রবণ করা হয়। শুনানিকালে উভয় পক্ষের বক্তব্য ও উপস্থাপিত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করার মত যথেষ্ট যৌক্তিকতা/তথ্য উপাত্ত পাওয়া য়ায় বিধায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে আরোপিত দণ্ডাদেশ হতে অব্যাহতি প্রদান করাই যুক্তিযুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু, আপনি জনাব তসলিমা পারভীন, প্রাক্তন উপজেলা সমবায় অফিসার, তালা, সাতক্ষীরা বর্তমানে উপ-সহকারী নিবন্ধক, জেলা সমবায় কার্যালয়, রাজশাহী এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলায় নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বিগত ১৬-০১-২০২০ তারিখের আদেশ নং ৪৭.৬১.০০০০.০০৪.০৪. ০৩৪.১৯-জি-৯৪/১(৭)-এ/ও মূলে প্রদত্ত বার্ষিত বেতন বৃদ্ধি ০২(দুই) বছরের জন্য স্থগিত রাখার দণ্ড হতে আপনাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

নং **৪৭.০০.০০০০.০৩২.২৭.০০৫.২০-৪৯৪**—যেহেতু, জনাব মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, উপ-নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, ঢাকা (প্রাক্তন উপনিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, বরিশাল ও অতিরিক্ত দায়িত্বে জেলা সমবায় কর্মকর্তা, বরিশাল) এর বিরুদ্ধে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত নিবন্ধন নীতিমালা অনুসরণ না করে সমিতি নিবন্ধন প্রদান, বিধিবহির্ভূতভাবে সরকারি অর্থ ভ্রমণ ভাতা হিসেবে গ্রহণ, অর্পিত দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য কাজে অবহেলা প্রভৃতি কার্যকলাপের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) মোতাবেক অসদাচরণের দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়।

০২। যেহেতু, জনাব মুহাম্মদ মিজানুর রহমান এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য জনাব মোঃ রিয়াজুল কবীর, যুগ্মনিবন্ধক (ইপিপি), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। যেহেতু তদন্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত নয় মর্মে মতামত প্রদান করেছেন;

০৩। সেহেতু, জনাব মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, উপনিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, ঢাকা (প্রাক্তন উপনিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, বরিশাল ও অতিরিক্ত দায়িত্বে জেলা সমবায় কর্মকর্তা, বরিশাল)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগের দায় হতে একই বিধিমালার ৭(৮) বিধি মোতাবেক অব্যাহতি প্রদান করা হ'ল।

০৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রেজাউল আহসান
সচিব।

স্থানীয় সরকার বিভাগ
উন্নয়ন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৫ পৌষ, ১৪২৭/৩০ ডিসেম্বর ২০২০

নং **৪৬.০০.০০০০.০৬৭.২৭.০১২.১৭-৮০২**—জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, সাবেক উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, উপজেলা-মনপুরা, জেলা-ভোলা, লক্ষ্মীপুর জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন লক্ষ্মীপুর জেলার তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প-৩ এর আওতায় লক্ষ্মীপুর জেলার দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং-১৩/১৫-১৬, প্যাকেজ PEDP-III/ LKS/2014-15/Gl.086 এবং PEDP-III/ LKS/2014-15/ Gl.087 এর আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফার্নিচারের দরপত্র মূল্যায়নকালে অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধিতে বর্ণিত যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে ০১২/১৭ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় তার জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য শ্রবণ শেষে উক্ত মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(৫) (ঘ) বিধি অনুসারে জনাব মোহাম্মদ ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী, উপসচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগকে তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। আনীত অভিযোগের বিষয়ে তিনি গত ২০-১০-২০২০ খ্রিঃ তারিখে ১১১৮ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন।

তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধিতে বর্ণিত অসদাচরণ ও দুর্নীতিপরায়ণতার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে;

এমতাবস্থায়, জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, এলজিইডি চট্টগ্রাম এবং সাবেক উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, উপজেলা-মনপুরা, জেলা-ভোলা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধিতে বর্ণিত যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতিপরায়ণতার অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হলো।

নং **৪৬.০০.০০০০.০৬৭.২৭.০০৪.২০২০-৮০৩**—জনাব মোঃ সুলতান হোসেন, উপজেলা প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) (সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত) উপজেলা-বাউফল, জেলা-পটুয়াখালী এর বিরুদ্ধে তাঁর সাবেক কর্মস্থল পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ উপজেলায় কর্মরত থাকাকালীন সময়ে কিসমত শ্রীনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ কাজে অনিয়মসহ বিভিন্ন অভিযোগে তাঁকে

সরকারি কর্মচারী (শংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর অনুচ্ছেদ (খ) ও (ঘ) বিধিতে বর্ণিত অভিযোগে অসদাচরণ ও দুর্নীতিপরায়ণতার অভিযোগে একই বিধিমালার ১২ বিধি অনুযায়ী সরকারি চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়; একই অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা আপীল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী "অসদাচরণ ও দুর্নীতিপরায়ণতার" অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। জনাব মোঃ সুলতান হোসেন, উপজেলা প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), উপজেলা-বাউফল, জেলা-পটুয়াখালী এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

এমতাবস্থায়, বিভাগীয় মামলায় তার দাখিলকৃত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ক) এর বিধানের আলোকে জনাব মোঃ সুলতান হোসেন, উপজেলা প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), উপজেলা-বাউফল, জেলা-পটুয়াখালী-কে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। ভবিষ্যতে আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রেখে আরো সতর্কতার সহিত কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করা হলো। একইসাথে তার সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো। তিনি বিধি মোতাবেক সকল ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৬.০০.০০০০.০৬৭.২৭.০০৬.২০২০-৮০৪**—জনাব বিপ্লব পাল, উপজেলা প্রকৌশলী (সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত), নরসিংদী সদর, জেলা-নরসিংদী, নরসিংদী সদর উপজেলায় কর্মরত থাকাকালীন তার বিরুদ্ধে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন নরসিংদী সদর উপজেলার মহিষাশুড়া ইউনিয়নের বালুসাইর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ প্রকল্পের অনিয়মসহ বিভিন্ন অভিযোগে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর অনুচ্ছেদ (খ) ও (ঘ) বিধিতে বর্ণিত অভিযোগে অসদাচরণ ও দুর্নীতিপরায়ণতার অভিযোগে একই বিধিমালার ১২ বিধি অনুযায়ী সরকারি চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। একই অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী "অসদাচরণ ও দুর্নীতিপরায়ণতার" অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। জনাব বিপ্লব পাল এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

এমতাবস্থায়, বিভাগীয় মামলার অভিযোগ বিবরণী, অভিযোগনামা, লিখিত জবাব, সংযুক্ত কাগজপত্র ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য বিবেচনায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধিতে বর্ণিত যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতিপরায়ণতার আনীত অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২)(খ) এবং ৭(২)(ক) এর বিধান মোতাবেক জনাব বিপ্লব পাল, উপজেলা প্রকৌশলী (সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত), নরসিংদী সদর, জেলা-নরসিংদী-কে "৩ বৎসরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" দণ্ড আরোপ করে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হলো। একইসাথে তার সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো। তিনি বিধি মোতাবেক সকল ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

হেলালুদ্দীন আহমদ
সিনিয়র সচিব।

স্থানীয় সরকার বিভাগ
পাস-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩০ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিঃ

নং **৪৬.০০.০০০০.০৮৫.২২.৮৩.২০২০-৮৪৬**—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন আইন, ১৯৯৬ এর ১৯(৫) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঢাকা মহানগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনের একক দায়িত্ব নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের দায়িত্ব ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ-এর নিকট হতে অধিক্ষেত্র অনুসারে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তর করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ সাঈদ-উর-রহমান
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৭ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিঃ

নং **৪৬.০০.০০০০.০৬৪.৩১.০৯৬.১৪-১৪২৪**—স্থানীয় সরকার পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ৪২(২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার সিলেট জেলার বিশ্বনাথ পৌরসভার প্রশাসককে কার্য সম্পাদনে সহায়তাদানের জন্য নিম্নবর্ণিত ১৫ (পনের) সদস্য বিশিষ্ট পৌর সহায়তা কমিটি গঠন করল :

সদস্যবৃন্দ

০১। জনাব মোঃ রাজুক মিয়া রাজ্জাক, সদস্য, ০৮ নং ওয়ার্ড, অলংকারী ইউপি।

০২। জনাব মোঃ শামীম আহমদ, সদস্য, ০৯ নং ওয়ার্ড, রামপাশা ইউপি।

০৩। জনাব মোঃ ইছাক আলী, সদস্য, ০৮ নং ওয়ার্ড, রামপাশা ইউপি।

০৪। জনাব মোঃ আমির আলী, সদস্য, ০৯ নং ওয়ার্ড, দৌলতপুর, ইউপি।

০৫। জনাব মোঃ ফজর আলী, সদস্য, ০২ নং ওয়ার্ড, বিশ্বনাথ ইউপি।

০৬। জনাব মোঃ হেলাল মিয়া, সদস্য, ০৯ নং ওয়ার্ড, বিশ্বনাথ ইউপি।

০৭। জনাব মোঃ রফিক মিয়া, সদস্য, ০১ নং ওয়ার্ড, বিশ্বনাথ ইউপি।

০৮। জনাব ইউনুছ আলী, সদস্য, ০৩ নং ওয়ার্ড, বিশ্বনাথ ইউপি।

০৯। জনাব জহুর আলী, সদস্য, ০৭ নং ওয়ার্ড, বিশ্বনাথ ইউপি।

১০। জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম দুলাল, সদস্য, ০৯ নং ওয়ার্ড, অলংকারী ইউপি।

১১। জনাব মোঃ দবিরুল ইসলাম, সদস্য, ০৪ নং ওয়ার্ড, দেওকলস ইউপি।

১২। জনাব শামীম আহমদ, সদস্য, ০৪ নং ওয়ার্ড, বিশ্বনাথ ইউপি।

১৩। জনাব লাকী বেগম, ১,২,৩ সংরক্ষিত সদস্য, বিশ্বনাথ ইউপি।

১৪। জনাব মোছাঃ করিমা বেগম, ৭,৮,৯ সংরক্ষিত সদস্য, বিশ্বনাথ ইউপি।

১৫। জনাব রাসনা বেগম, ৭,৮,৯ সংরক্ষিত সদস্য, দৌলতপুর ইউপি।

০২। স্থানীয় সরকার পৌরসভা আইন, ২০০৯ ও সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান অনুযায়ী গঠিত কমিটির সদস্যগণ বিশ্বনাথ পৌরসভার সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় নিযুক্ত প্রশাসককে সহায়তা করবেন।

০৩। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফারজানা মান্নান
উপসচিব।